বাইবেলের সার-সংক্ষেপে কিভাবে বাইবেলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণ বর্ণনা

বালির ঘড়ি চাটর্টি পাপ হতে সমগ্র মানবজাতিকে মুক্তি দেবার জন্য ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় পরিকল্পনা উপস্থাপন করে। তিনি ইস্রায়েল জাতির মাধ্যমে কাজ করতে চান যাতে তিনি জগতের সমস্ত জাতিকে আশীর্বাদ করতে পারেন। যীশুর আসার কথা প্রচার করার জন্য ঈশ্বর ভাববাদীদের ব্যবহার করেছেন, যিনি ক্রুশে তাঁর যজ্ঞীয় মৃত্যুর মাধ্যমে মানব জাতিকে পরিত্রাণ দেন, ঈশ্বরের ধার্মিকর্তার রাজ্য পুনঃস্থাপন করতে এবং স্বর্গ এবং জগতের উপর রাজত্ব করতে যীশু আবার আসবেন।

অধ্যায়		তারিখ খ্রীঃ পূঃ
১.	সৃষ্টি (স্বর্গ ও পৃথিবীর সবকিছু খ্রীষ্টের দ্বারা খ্রীষ্টের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং খ্রীষ্ট তারা করেন) অব্রাহাম, ইসহাক	
	এবং যাকোব (সকল জাতি তাদের বংশধরদের দ্বারা আশীর্বাদ পাবে)	১৯০০
	ইয়োব (শয়তানের দোষারোপ থেকে ঈশ্বরের মহত্বকে উর্দ্ধে তুলে ধরেন)	১৬০০
২.	মোশী (ঈশ্বর ইস্রায়েল রাজ্যকে 'পুরোহিতদের রাজা' করবেন, যদি তারা বাধ্য থাকে।	১৪০০
	যিহোশূয় (ইস্রায়েল পৌত্তলিক প্রতিমাপূজা থেকে নিজেদের বিশুদ্ধ রাখবে)	১৩০০
	বিচারকর্তৃগণ (ইস্রায়েল ঈশ্বরের অবাধ্য হয় এবং বারবার মুক্তি পায়)	১২০০
৩.	শৌল (অন্যান্য জাতির মত হওয়ার জন্য ইস্রায়েল একজন রাজা চান)	১০৫০
	দায়ুদ (যিহোবা একটি চিরস্থায়ী ধার্মিক রাজ্য সম্পর্কে প্রতিজ্ঞা করেন)	১০০০
	শলোমন (বুঝতে পারেন ঈশ্বরকে সেবা করতে হবে কিন্তু প্রতিমা পূজা শুরু করেন)	৯৭০
৪.	যিহোশাফট (ঈশ্বরকে সেবা করে কিন্তু আহাব রাজার বংশের সাথে সমন্ধ করেন)	৮৭০
	যেহূ (আহাব রাজার বংশকে ধ্বংস করেন কিন্তু ব্যক্তিগত পরিকল্পনায় আচ্ছন্ন থাকেন)	৮৪০
	যোনা (ইস্রায়েল জাতির জন্য চিন্তিত অন্য কোন জাতির জন্য নয়)	৭৮০
৫.	হোশেয় (ইস্রায়েল জাতিকে বিনতি করেন যেন তারা ঈশ্বরকে না ভালবাসার ইচ্ছা থেকে ফিরে আসে)	৭৫০
	মীখা (ইস্রায়েল জাতির শাস্তি এবং ঈশ্বরের রাজ্য যে, সব জাতির জন্য আশীর্বাদ সে সম্পর্কে ভাবিষ্যৎবাণী করেন)	৭৩০
	যিশাইয় (প্রতাপশালী ঈশ্বরের এবং শান্তিরাজের আগমন)	৭২০
৬.	যিরমিয় (বন্দিদশা সত্ত্বেও ঈশ্বরের ইচ্ছা জয়ী)	৫৯০
	যিহিস্কেল (একটি নূতন আত্মিক জীবন এবং যিরুশালেম ধ্বংস হওয়ার পর মন্দির সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী)	৫৮০
	দানিয়েল (সমগ্র জাতির উপর ঈশ্বরের সাবভৌমত্ব এবং মনুষ্য পুত্রের রাজত্ব সম্পর্কে ভাববানী)	৫৪০
৭.	হগয় (ঈশ্বরকে অধ্যবসায়ের সাথে উপাসনা করার জন্য বন্দিদশা থেকে মুক্ত ইস্রায়েলের লোকদের উপদেশ দেন)	৫২০
	নহিমিয় (দানিয়েল ৯ অনুসারে খ্রীষ্টের আগমনের দিনের গননা শুরু)	৪৪০
	সখরিয় ও মালাখি (খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজ এবং ইস্রায়েলজাতির বিশ্বাসহীনতা সম্পর্কে ভাবিষ্যৎবাণী করেন)	৪৩০
৮.	স্বর্গদূত গাব্রিয়েল ও মেরী (খ্রীষ্ট এবং তাঁর পরিচর্যাকাজ সম্পর্কে সকল জতির কাছে ঘোষণা করেন)	খ্রীষ্টাব্দ
	পর্বতে দত্ত যীশুর উপদেশ (ঈশ্বরের রাজ্যে বাস করবার জন্য মানুষের উপায়)	২৮
	যীশুর রূপান্তর (পুরাতন নিয়ম হতে তাঁর রাজ্যের অধিকার প্রদর্শন)	৩০
৯.	জৈতুন পর্বতে যীশুর দুঃখভোগ (মন্দিরে যিহূদীদের উপাসনার সমাপ্তি সম্পর্কে ভাববাণী)	৩০
	যীশুর শেষ ভোজ (যীশুর তাঁর শিষ্যদের প্রস্তুত করেন যাতে তারা তাঁর সাথে তাঁর রাজ্যে শাসন করতে পারে।	৩০
	যীশুর ক্রুশারোপণ এবং স্বর্গারোহণ (সকল জাতির কাছে যীশুর মহান আদেশ)	৩০
১০.	পঞ্চাশত্তমী এবং পবিত্র আত্মা (জাতির কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য মতা প্রদান)	৪০
	মথির সুসমাচার (পুরাতন নিয়মে যেসব ভাবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে তা যীশু পূর্ণ করেছেন)	৪৭
	পৌলের প্রথম প্রচার যাত্রা এবং গালাতীয় জাতি (যিহূদীসহ সকল জতির কাছে ঈশ্বরকে প্রচার করা)	৪৯
১১.	পৌলের দ্বিতীয় প্রচার যাত্রা এবং থিষলনীকীয় জাতি (যীশুর আগমনের জন্য প্রচার ত্রে সম্প্রসারন)	৫৩
	পৌলেন তৃতীয় যাত্রা (সকল জাতির নিকট এমনকি ইউরোপে প্রচার ত্রে সম্প্রসারণ)	৫৫
১২.	করিন্থীয় এবং রোমীয় (পরিত্রান ব্যখ্যা করা এবং পবিত্রত আত্মা দ্বারা পরিপূর্ণ প্রেমের জীবন	৬০
	রোমে পৌলের কারাবাস (রোম সাম্রাজের প্রধানের নিকট প্রচার করা)	
	ইফিষীয় এবং কলসীয় (আকাশ ও পৃথিবী যীশুর মাধ্যমে, যীশুর জন্য এবং যীশুর দ্বারা সৃষ্ট এবং তাঁর দ্বারা রক্ষা পায়)	
	প্রকাশিত বাক্য এবং যোহন লিখিত সুসমাচার (যীশু তাঁর নামে জীবনের বর দ্বারা সকল জাতির শাসন কাজ চালান)	

বাইবেলের আলোকপাত

আশুরিয়রা ইস্রায়েল পরাজিত করে

যিহুদীরা বাবিল পরাজিত করে

পূনি

নূনি

সময় অনুসারে ঈশ্বরের পরিকল্পনা

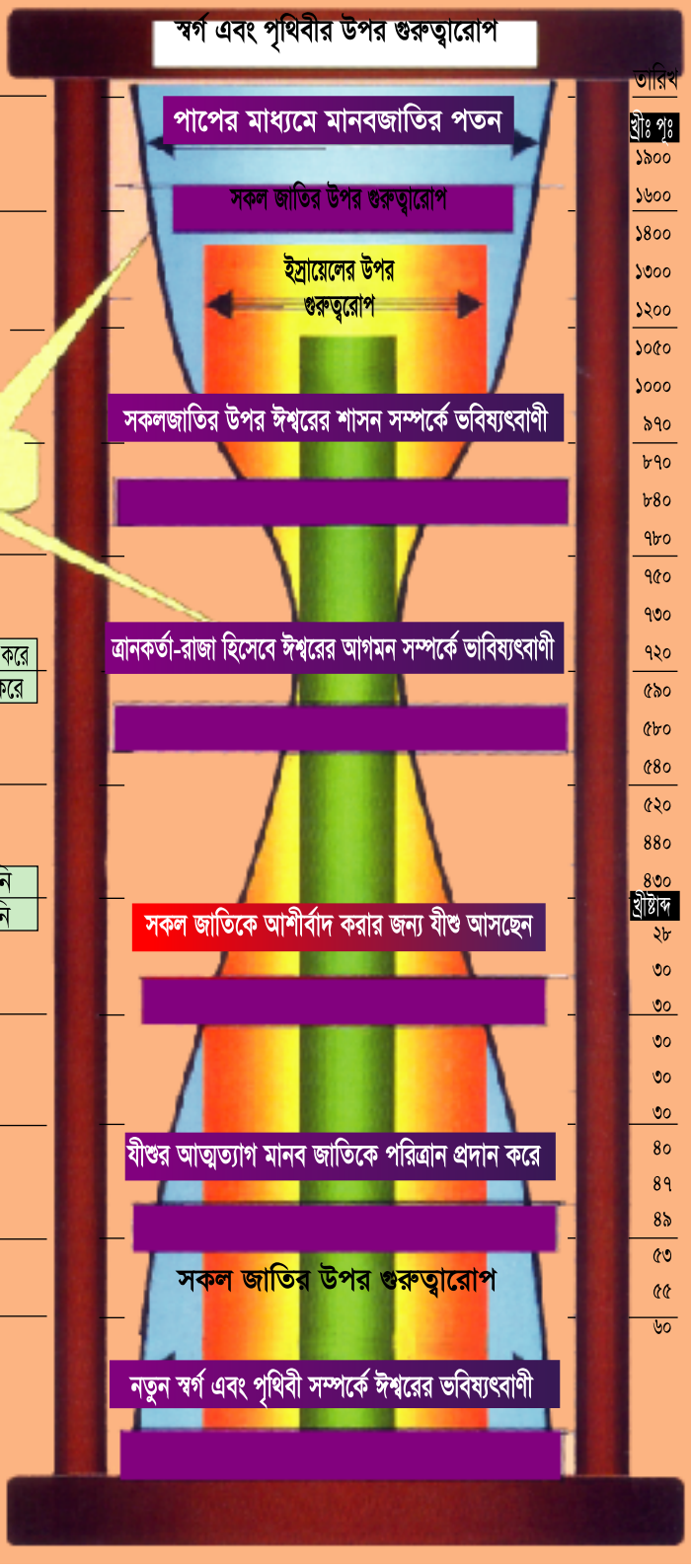

২. পুরাতন নিয়ম

১. আদি

১. বাইবেল প্রকাশ করে যে যিহোবা হলেন স্বর্গ ও পৃথিবীর **প্রধান কারণ, বাক্য দ্বারা তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা, বাক্যের জন্য এবং বাক্যের মাধ্যমে সৃষ্টির কাজ সংঘঠিত হয়, এবং সেই বাক্য যীশু খ্রীষ্টেতে মূর্তিমান হলেন।** কবিতার মত বললে বলতে হয়, যখন পৃথিবীকে সৃষ্টি করা হল, প্রভাতী তারকারাজি একসাথে গান গাইল এবং দূতেরা আনন্দধ্বনি করল। এরপর ঈশ্বরের আত্মা আলো, ভূমি এবং পরিবেশের সৃষ্টির মাধ্যমে ৭দিনে পৃথিবী রূপান্তরিত করেন এবং দেখেন **সবকিছু উত্তম**। এরপর আদমকে **ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে একটি জীবন্ত আত্মা হিসাবে সৃচি করা হয়** এবং তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করা হয় তার সাথী হবার জন্য। মানব জাতি সৃষ্টির পর ঈশ্বর তাদের এদন বাগানে রাখেন এবং প্রতিদিন তাদের সাথে কথা বলেন (আদি ১-২; যোহন ১; কলসীয় ১; ইয়োব ৩৮)।

৭ 'দিনে' পৃথিবী রূপান্তরিত হল (আদি ১, ২)

১. পৃথিবীতে আলো উপস্থিত হলো
২. বায়ুমণ্ডলীয় সমন্বয় সৃষ্টি করা হলো
৩. সমুদ্রের মধ্য থেকে ভূমির আবির্ভাব হল এবং গাছপালা সৃষ্টি করা হলো
৪. আকাশে চন্দ্র, সূর্য ও তারা দেখা গেল
৫. সামুদ্রিক প্রাণী ও পাখি সৃষ্টি করা হলো
৬. জীবজন্তু ও মানুষ সৃষ্টি করা হলো
৭. যিহোবা বিশ্রাম নিলেন এবং ৭ম দিনকে পবিত্র করেন।

ঈশ্বরের উপাধি এলোহিম (থিওস)
http://www.newadvent.org/cathen/05393a.html

২. এদন বাগানে দীর্ঘায়ুর জন্য একটি **জীবন-বৃক্ষ** এবং নিষিদ্ধ **সদাসদ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ ছিল**। সর্প শয়তান (বিপ) হবাকে প্রতারিত করে যেন হবা নিষিদ্ধ ফলটি আহার করে। **আদমও অবাধ্যতার সাথে তার সাথে যোগ দিল। *ঈশ্বর সেই নারীর বংশকে উৎথাপন করার প্রতিজ্ঞা করেন, যিনি শয়তানের দ্বারা চূর্ণ হবেন কিন্তু তারপর তিনি শয়তানের মস্তক চূর্ণ করবেন।*** এছাড়া যিহোবা ভূমিকেও অভিশাপ দেন, মানুষকে পরিচ্ছদ দেন এবং তারপর করুবগণের দ্বারা **জীবনবৃক্ষ দিকে যাবার পথ রুদ্ধ করেন** (আদি ৩,১; তীমথিয়; প্রকাশিত ১২:২০)।

মানুষের আয়ুষ্কাল (আদি ৩, ৫, গীত ৯০)

নোহের সময় পর্যন্ত ১০০০ বছর ছিল কিন্তু কমতে কমতে মোশীর সময়ে ১০০ বছর হলো।

৩. আদমের ছেলে **কয়িন** ঈর্ষান্বিত হয়ে তার ধার্মিক ভাই **হেবলকে** হত্যা করে, তাই তারপর হেবলের স্থলে **শেথ** জন্ম নিল। শেথের পুত্র **ইনোশের** জীবন কালে লোকেরা **যিহোবার (আমি যে আছি, সেই আছি)** নিকট প্রার্থনা করতে শুরু করে। "আমি যে আছি, সেই আছি "এই শব্দগুলো দ্বারা ইহা গুরুত্বারোপ করা হয় বলে মনে হয় যে যিহোবা হলেন একধারে স্ব-স্থায়ী এবং সৃষ্টির অর্থে -সকলকিছুর আস্তিত্ব রা এবং ভবিষ্যৎবাণীর কারণ।

ঈশ্বরের ব্যক্তিগত নাম যিহোবা
http://www.newadvent.org/cathen/08329a.html

নোহের জাহাজ (আদি ৬)

নোহের জাহজটি ছিল তিনতলা বিশিষ্ট একটি কাঠের বাক্সের মত যা ধুনা দিয়ে লেপা হয়েছিল এবং ৪৫০ ফুট লম্বা, ৭৫ ফুট চওড়া এবং ৪৫ফুট উঁচু ছিল। আর তার ছাঁদের এক হাত নীচে একটি বাতায়ন এবং পাশে একটি দ্বার ছিল যা যিহোবা বন্ধ করেন

এসকল অধার্মিকদের উপর ঈশ্বরের বিচারের বিষয়ে শেথের বংশধর *হনোক ভবিষ্যৎবাণী করেন এবং তারপর* যিহোবা তাকে গ্রহণ করেন। যিহোবার /সদাপ্রভুর আত্মা পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করার জন্য অনুশোচনা করেন এবং একটি প্লাবন দ্বারা মানবজাতিকে ধ্বংস করতে মনস্থ করলেন (আদি ৪-৬; যিশাইয় ৪৩)।

৪. যিহোবার নির্দেশানুসারে **নোহ** একটি জাহাজ নির্মাণ করেন এবং এর মধ্যে থেকে তাঁর পরিবার এবং সে সকল জীবজন্তু যিহোবা এনেছিলেন সেগুলো রা পায়। **মহাজলধির সমস্ত উনুই ভেঙ্গে যায় এবং চল্লিশ দিনরাত মহাবৃষ্টি হয়** এবং *অধার্মিকদের বিনষ্ট করে;* মহাপাবনের পানি কমতে একবছর লাগে। পৃথিবীকে রক্ষা করবার জন্য যিহোবা **রংধনু নিয়ম স্থাপন করেন** এবং প্রতিজ্ঞা করেন জলপাবন দ্বারা এভাবে পৃথিবীকে বিনষ্ট করবেন না। **যিহোবা খাদের জন্য জীবজন্তু পালন এবং জবাই করার অনুমতি দেন এবং ভুমি হতে অভিশাপ উঠিয়ে নেন। এরপর মানুষের জীবনকে মূল্য দেবার জন্য নরহত্যা নিষিদ্ধ করেন কারণ মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে নির্মিত হয়েছে** (আদি ৬-৯)।

৫. নোহ তার ছেলে **হামের** ছেলে **কনানের** বংশধরকে **অভিশাপ দেন** এবং তারা শেম ও **যেফতের** বংশধরদের দাস হয়। মানবজাতির আয়ুষ্কাল ক্রমশ কমে গেল এবং হামের বংশধর **নিমরোদ** মেসোপটেমিয়ার তাদের শাসন করতে শুরু করেন। **মেসোপটেমিয়ার এই শাসনকে যিহোবা বাধা দেন এবং বাবিলে ভাষাভেদ সৃষ্টি করে তাদেরকে ভূমণ্ডলের বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন করলেন।** শেমের বংধর হলেন **এবর,** যিনি ইব্রীয় **অরাম** এবং **পেলগের** পূর্বপুরুষ, এদের সময়কালে পৃথিবীকে বিভক্ত করা হয়। এবরের বংশধর অব্রাহাম এবং তার পরিবার উর দেশ থেকে হতে যাত্রা করে মেসোপটেমিয়া অতিক্রম করে হারণে যান।

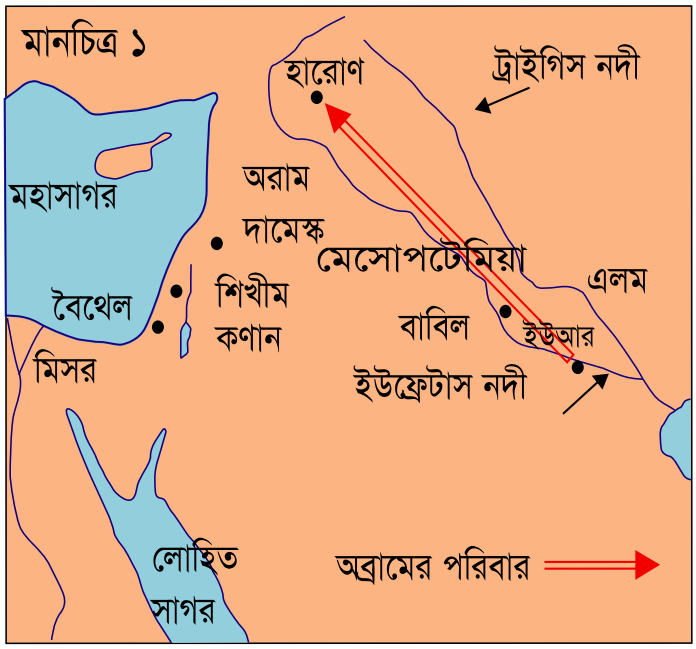

গোষ্ঠীপ্রধানগণ

৬. *যিহোবা (সদাপ্রভু) অব্রামকে কনান দেশে যেতে বলেন যেন তিনি অব্রাম থেকে এক মহাজাতি উৎপন্ন করতে পারেন এবং তার বংশের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে আশীর্বাদ করতে পারেন।* **মিদিয়ন** এবং **দম্মেশকের ইলীয়াশরের** মত অব্রাহামের কোন শক্তিশালী উত্তরাধিকারী ছিল না। *অব্রাম যখন শিখিমে অবস্থান করছিলেন তখন যিহোবা অব্রামের বংশধরকে কনান দেশ দিবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন* **এবং এরপর অব্রাম** বৈথেলে যান এবং সদাপ্রভুর নামে ডাকেন। কনান দেশে দূর্ভিক্ষ দেখা দেয়ায় অব্রাম কিছুকালের জন্য মিসরে প্রবাসী হতে বাধ্য হন" যেখানে মিসর রাজা ফরৌনন সারিকে বিয়ে করতে চেষ্টা করেন (অব্রামকে ধনী করার লোভ দেখিয়ে) কিন্তু যিহোবা ফরৌনকে একটি রোগ দেন এবং প্রকাশ হয়ে পড়ে যে তিনি অব্রামের বিবাহিত স্ত্রী। এভাবে ঈশ্বর অব্রামের স্ত্রীকে বাঁচানোর জন্য শক্তি প্রয়োগ করেন। এবং অব্রাম মিসর ত্যাগ করেন (আদি ১২, ১৫ এবং ২৬; যাত্রা ১; যিহোশূয় ১৮ এবং যিহিস্কেল ১৬)।

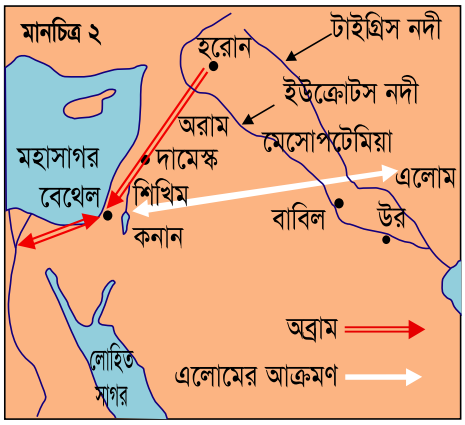

৭. অব্রাম প্রচুর সম্পত্তি নিয়ে বৈথেলে আসেন এবং সদাপ্রভুর নামে ডাকেন, কিন্তু তার ভাই **লোট** সদোমে চলে যান। *যিহোবা অব্রামের নিকট প্রতিজ্ঞা করেন যে, তার অনেক সন্তান-সন্ততি হবে যারা সবসময় কনান দেশ দখলে রাখবে।* এরপর ঈশ্বরে বিশ্বাস করার জন্য যিহোবা অব্রামকে ধার্মিক ব্যক্তি বলে ঘোষণা দেন এবং তাকে তাঁর বন্ধু বলে সম্বোধন করেন। এরপর অব্রাম হিব্রোনের কাছে বসবাস শুরু করেন এবং **মম্রির** অমোরীয় পরিবারের সাথে বন্ধুত্ব করেন। ইলোম কনান দেশ আক্রমণ করেন এবং লোট এবং সদোমের লোকদের বন্দী করেন। কিন্তু অব্রাম এবং তার বন্ধুরা তাদেরকে উদ্ধার করেন। শালেমের **যাজক-রাজা মল্কীষেদক** অব্রামকে আশীর্বাদ করেন এবং সমস্ত দ্রব্যের দশমাংশ দিলেন। **যিহোবা অব্রামের নিরাপত্তা, সম্পদ এবং উত্তরাধিকারীর বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেন।** *এরপর যিহোবা প্রতিজ্ঞা করেন যে চারশত বছর পরদেশে প্রবাসী থাকার পর অব্রামের বংশধরকে ইউফে"টিস নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অমরীয়দের দেশ দেবেন।* (আদি ১৩-১৫ ও ২১; যাত্রা ১, ১২; ২ রং ২০; গীত ১১০;নিসা ৪১, যাকোব ২)

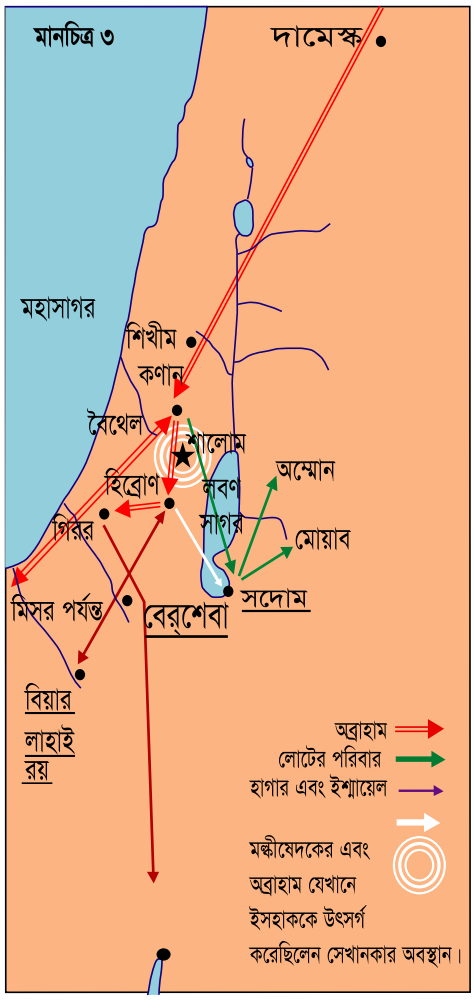

৮. সারাই তার দাসী **হাগারকে** পঁচাশী বছর বয়সী অব্রামের সাথে বিয়ে দেন যাতে হাগারের দ্বারা তিনি পুত্র পেতে পারেন কিন্তু পরে হাগারকে বের-লাহয়-রোয়ীতে পালিয়ে যেতে বলেন। যিহোবার দূত হাগারকে তার কর্ত্রীর নিকট যেতে বলেন এবং প্রসবের পর তার ছেলের নাম রাখেন **ইশ্মায়েল (ঈশ্বর শুনেছেন)** এবং বলেন যে **তিনি একজন যোদ্ধা হবার জন্য বেড়ে উঠবেন। ত্বকচ্ছেদের নিয়ম স্থাপনের সময়** অব্রামের নাম রাখা হয় **অব্রাহাম (অনেক জাতির পিতা)** এবং সারির নাম রাখা হয় সারা, *আর যিহোবা প্রতিজ্ঞা করেন যে সারার একটি পুত্র সন্তান হবে এবং তার না রাখা হবে* **ইসহাক (হাস্য)** *এবং ঐ ইশ্মায়েল থেকে একটি মহান জাতি উৎপন্ন করবেন* (আদি ১৬,১৭,২১,এবং ২৫)।

৯. অব্রাহাম হিব্রোণের কাছে *তিনজন পুরুষ ব্যক্তির সাথে দেখা করেন যারা প্রতিজ্ঞা করেন যে, সারা পরবর্তী বছর একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিবে,* এবং তারপর দুইজন সদোমের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন। অব্রাহাম বিচারকর্তা **ঈশ্বরের কাছে বিনতি প্রার্থনা করেন,** যেন ধার্মিক লোট এবং তার পরিবার রা পায়, তাই দুইজন দূত সদোমের ধ্বংসের সময় লোটকে উদ্ধার করেন। তারপর লোট তার দুই কন্যার মাধ্যমে **মোয়াব** এবং **অম্মোন** সন্তানদের আদি পিতা হন। অব্রাহাম গরারে যান এবং ঈশ্বর সেখানে **রাজা অবীমেলকের** হাত থেকে সারাকে রক্ষা করেন যেমন করে তিনি ফরৌণের হাত থেকে সারাকে রক্ষা করেছিলেন। *সেখানে সারার কাছে ছিল ইসহাক যিনি অব্রাহামের একমাত্র উত্তরাধিকারী হলেন* (আদি ১৮-২১, ১ পিতর ২-৩)।

১০. এরপর সারা হাগার এবং ইশ্মায়েলকে অনেক দূরে পাঠিয়ে দেন, কিন্তু *ঈশ্বর অব্রাহামে আবার আশ্বস্থ করেন যে ইশ্মায়েল থেকে একটি বড় জাতি উৎপন্ন হবে।* ঈশ্বরের দূত হাগার এবং ইশ্মায়েলকে বের-শেবাতে তৃষ্ণা থেকে রক্ষা করেন, *যিনি আবার প্রতিজ্ঞা করেন যে ইশ্মায়েল থেকে একটি বড়জাতি উৎপন্ন হবে।* তাই তারা পারন প্রান্তরে বসতি করেন এবং হাগার ইশ্মায়েলের বিয়ের জন্য মিসর দেশ থেকে এক কন্যা আনেন (আদি ২১ এবং ২৫)।

১১. অব্রাহাম পলেষ্টীয় দেশে অনেক দিন বাস করেন এবং গরারের বের-শেবায় পানি বিষয়ে একটি সন্ধি করেন। এরপর **যিহোবা অব্রাহামকে শালোমের নিকটে মোরিয়া পর্বতে ইসহাককে হোমার্থে বলি হিসাবে উৎসর্গ করতে বলেন,** এবং অব্রাহাম বিশ্বাস করে যিহোবার কথা পালন করতে চান। যিহোবার দূত ইসহাকের পরিবর্তে হোমবলির জন্য একটি মেষ প্রদান করেন এবং সেই জন্য সেই স্থানের নাম রাখা হয়ে যিহোবা-যিরি (সদাপ্রভুর যোগাবেন) *যিহোবার দূত প্রতিজ্ঞা করেন যে অব্রাহামের বাধ্যতার কারনে অব্রাহামের মাধ্যমে জগতের সমস্ত জাতি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে।*

১২. অব্রাহম বেরা-বেরশেবাতে চলে যান, সেখানে সারা মারা যান এবং হিব্রোণের কাছে মক্‌পেলা গুহায় তাকে কবর দেয়া হয়। আব্রাহাম তার জ্ঞাতিদের মধ্য থেকে ইসহাকের জন্য রিবিকাকে পছন্দ করেন, যে **রিবিকা** তার দাসীকে নিয়ে বের লাহাই রোয়ির কাছে তার ৪০ বছর বয়স্ক জ্ঞাতি ভাইয়ের সাথে দেখা করেন এবং তার স্ত্রী হন। এরপর অব্রাহাম মিদিয়নে যান এবং **কটুরা** নামের এক মহিলাকে বিয়ে করেন, কিন্তু ইসহাক অব্রাহামের একমাত্র উত্তরধিকারী থাকেন। অতএব আব্রাহাম তার উপপত্নীদের সন্তানদেরকে আপন আপন দান দিয়ে পূর্বদিকে প্রেরণ করেন এবং তার সহায় সম্পতি কেবলমাত্র ইসহাকের জন্য রাখেন (আদি ২৩-২৫)।

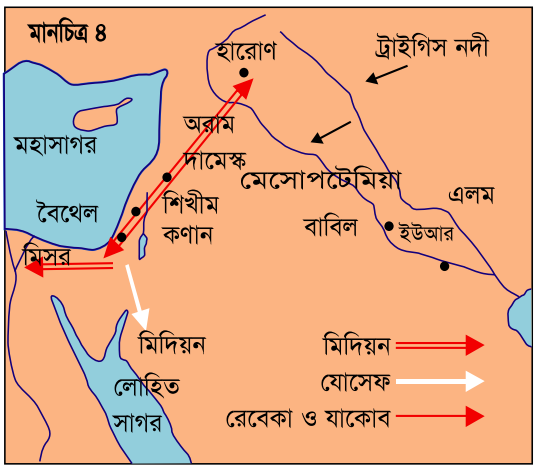

১৩. ইসহাক তার বন্ধ্যা স্ত্রী রিবিকার জন্য ২০ বছর ধরে প্রার্থনা করেন এবং অবশেষে রিবিকা **এষৌ** (প্রথমজাত) এবং **যাকোব** নামে দুই যমজ পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। ***তাদের জন্মের পূর্বে যিহোবা ঘোষণা করেন যে এষৌর বংশ যাকোবের বংশের দাস হবে।*** অব্রাহাম একশত পঞ্চাশ বছর বয়সে মারা যান এবং হিব্রোণের পাশে মকপেলা গুহায় তাকে কবর দেয়া হয়, আর যিহোবা অব্রাহামের পুত্র ইসহাককে আশীর্বাদ করেন। ইশ্মায়েল আরব জাতির ১২ জন রাজপুত্রের আদি পিতা হন যারা মিসরের পূর্বে দিকে বাস করেন এবং অব্রাহামের অন্যান্য বংশের সাথে তাদের শত্রুতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং ১৩৭ বছর বয়সে ইশ্মায়েলের মৃত্যু হয় (আদি ২৫; রোমিয় ৯)।

১৪. **এষৌ বড় হলে ক্ষুধার তাড়নায় এক দিন তার জেষ্ঠ্য অধিকার অবজ্ঞা করেন এবং তার ভাই যাকোবের কাছে তা বিক্রি করেন।** কনান দেশে দূর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তবুও যিহোবা ইসহাককে মিসর দেশে যেতে নিষেধ করেন। কিন্তু গরারেতে থাকতে বলেন। **যিহোবা প্রতিজ্ঞাপূর্বক ইসহাককে এই আশীর্বাদ করেন যে তিনি ইসহাকের বংশধরকে এই দেশ দিবেন এবং তারা জগতের সমস্ত জাতিকে আশীর্বাদ করবে।** *ইসহাক প্রচুর শষ্য সম্পদ লাভ করেন* এবং বের শেবাতে যান যাতে গেরার তার সাথে একটি সন্ধি করতে চান। রিবিকা সাহায্যে, যাকোব ইসহাকের কাছ থেকে এষৌর আশীর্বাদ নেন যেন এষৌর সন্তানদের উপর প্রতিপত্তি চালাতে পারেন। এষৌ রাগান্বিত হয়ে যাকোবকে মারার পরিকল্পনা করেন, সেজন্য ইসহাক যাকোবকে হারণে পাঠিয়ে দেন যাতে সে সেখানে থেকে তার এক মামাতো বোনকে স্ত্রী হিসেবে পেতে পারে। **বৈথেলে যিহোবা যাকোবের বংশকে কনান দেশ দেন এবং বলেন যে তারা সব লোককে আশীর্বাদ করবে। আর যাকোব প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি ঈশ্বরেকে দশমাংশ দিবেন** (আদি ২৫-২৮; রোমীয় ৫)।

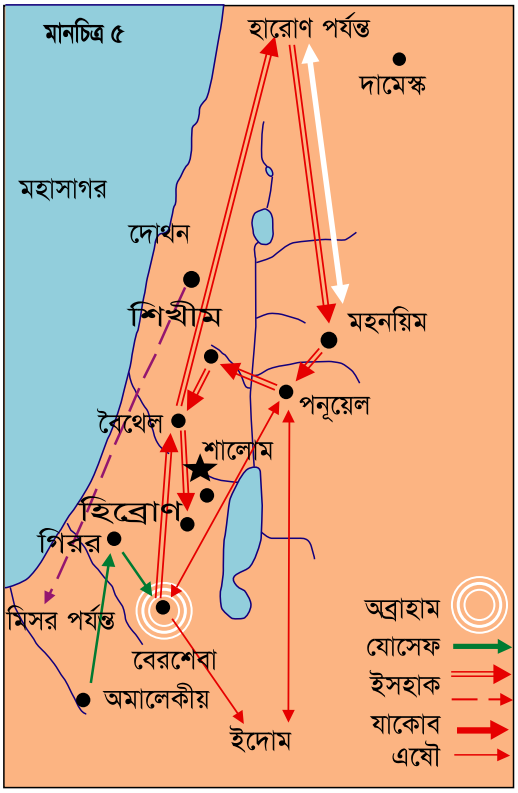

১৫. **লেয়া** এবং **রাহেলকে** স্ত্রী হিসেবে পাওয়া জন্য হারণে যাকোবকে তার মামা **লাবণের** ষড়যন্ত্রে পড়ে ১৪ বছর কাজ করতে হয়। **লেয়ার** সন্তান হলেন **রূবেন, শিমিয়োন, লেবি, যিহুদা, ইষাখর, সবূলূন,** এবং দীনা এবং তার দাসী যিলফার সন্তান **গাদ** এবং **আশের,** এবং প্রিয়তমা রাহেলের সন্তান যোষেফ এবং তার দাসী বিলহার সন্তান দান ও নপ্তালি। যাকোব তার নিজস্ব ধনসম্পত্তির জন্য আরো ৬ বছর কাজ করেন এবং আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন কিন্তু লাবণের পরিবার ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে, তাই **ঈশ্বরের দূত যাকোবকে বৈথেল (ঈশ্বরের আশীর্বাদ) দান করেন** এবং খুব তাড়াতাড়ি নিজ বাড়ীতে থাকবার জন্য স্থান ছাড়তে বলেন। লাবণ মহনয়িম পর্যন্ত যাকোবের পিছনে তাড়া করেন কিন্তু পরে তার সাথে শান্তি স্থাপন করেন এবং ঈশ্বরের দুতগণ যাকোবের সাথে সাক্ষাৎ করেন (আদি ২৯-৩১)।

যাকোব /ইস্রায়েলের ১২ ছেলে (আদি ৪৯)

১. রূবেন	৭. গাদ
২. শিমিয়োন	৮. আশের
৩. লেবি	৯. দান
৪. যিহুদা	১০. নপ্তালী
৫. ইষাখর	১১. যোসেফ
৬. সবূলন	১২. বিন্যামীন

১৬. এষৌ এবং ৪০০ লোক যাকোবের সাথে সাৎ করার জন্য বের হয়, যাকোব খুব খারাপ কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিল এবং নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করেছিল। রাতে যিহোবা যাকোবের সাথে মলযুদ্ধ করেন এবং যাকোবের নাম **ইস্রায়েল (ঈশ্বরের সাথে যুদ্ধকারী)** রাখেন। জায়গাটি নাম হল পনূয়েল। এষৌ তার সাথে শান্তি স্থাপন করেন এবং যাকোব শিখিমে যান এবং জমি ক্রয় করেন, কিন্তু শিমিয়োন এবং লেবী শিখিমের সকল পুরুষকে হত্যা করেন, তাদের পরিবারগুলোকে বন্দি করেন তাদের ভগ্নীকে বলাৎকার করার প্রতিশোধ নেন। যিহোবা ইস্রায়েলকে বৈথেলে পাঠিয়ে দেন যেখানে তিনি তাদের মূর্তিগুলো কবর দেন, যেন ঈশ্বর তাদের শত্রুদেরকে ভয় দেখান এবং তাদের নিরাপদে রাখেন। **সেখানে যিহোবা ইস্রায়েলের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন যে তার অনেক বংশধর থাকবে এবং কনান দেশ তাদের হবে** (আদি ৩২-৩৫; ৪৯ যাত্রা ১; যিহোশূয় ১৮)।

১৭. বিন্যামীনকে জন্ম দেবার সময় রাহেল অত্যন্ত কষ্ট পেয়ে মারা যান এবং বৈথেলের নিকটে তাকে কবর দেয়া হয়। রূবেন ইস্রায়েলের উপপত্নী বিল্‌হার সাথে শয়ন করেন। ইস্রায়েল হিব্রোণে ফিরে যান এবং ইসহাক ১৮০ বছর বয়সে মৃত্যুবরন করেন, তাই ইস্রায়েল এবং এষৌ হিব্রোণের মক্‌পেলা গুহায় তাকে কবর দেন। সেয়ীরে পার্বত্য অঞ্চলে ইদোমের প্রতিষ্ঠাতা হবার জন্য এষৌ ইস্রায়েলের কাছ থেকে আলাদা হন এবং অমালেক হলেন তার নাতি। ***যোষেফ, প্রিয় সন্তান স্বপ্নে দেখেন যে, তার পরিবার তাকে সম্মান দেখাচ্ছে*** কিন্তু তার ভাইয়েরা ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে দোথানে ইশ্মায়েলীয় ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দেন। **তামর,** যাকে যিহুদা লজ্জায় ফেলেছিল এবং বিধবা ছিলেন, যিহুদা তাকে আগুনে পুড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেন কারণ তিনি ব্যভিচারহেতু গর্ভধারণ করে লজ্জায় পড়েন এবং ইস্রায়েলের পরিবারের জন্য একজন আদর্শ নারীতে পরিণত হয়। (আদি ৩৫-৩৮, রুত-৪, মথি ২, যির-৩১)

প্রায় ১৯০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

১৮. যোষেফকে মিসরে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করা হয় কিন্তু স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার মাধ্যমে তিনি মিসরের রাজ দরবারে উচ্চ পদ লাভ করেন। যোষেফ মিসরকে দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত করেন এবং *তার পরিবারের সদস্যদেরকে রক্ষা করেন এবং তারা সেখানে বিদেশী হিসেবে বাস করা শুরু করে।* অন্যান্যদের মন্দ ইচ্ছা স্বত্ত্বেও যোষেফের ***স্বপ্নগুলো পূর্ণতা লাভ করে,*** কারণ যিহোবা জীবন রার জন্য তাকে মিসরে ব্যবহার করেন। ***ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেন, ইস্রায়েলকে মিসরে একটি মহা জাতি করবেন এবং কনান দেশে ফিরিয়ে নেবেন।*** ইস্রায়েল যোষেফের দুই ছেলেকে নিজের করে নেন। কিন্তু **ইফ্রয়িমকে** তার অগ্রজ **মনশিঃর** চেয়ে বেশী আশীর্বাদ করেন। ইস্রায়েল রূবেন, শিমিয়োন এবং লেবীকে অভিশাপ দেন কিন্তু যোষেফ, যিহুদা (শিলোহ) এবং তার অন্যান্য ছেলেকে আশীর্বাদ করেন। ইস্রায়েল ১৪৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন এবং হিব্রোণের মকপেলা গুহায় তাকে কবর দেয়া হয়। যখন পরবর্তীতে যোসেফ মৃত্যুবরণ করেন তার লোকের তার দেহে য়-নিবারক দ্রব্য দেন এবং পরবর্তীতে তারা যখন কনান দেশে ফিরে যান তখন তার দেহকে কনানে কবর দেন (আদি ৩১-৫০; যাত্রা ১-১২; যিহিস্কেল ১৪)।

১৯. **ইয়োবের পুস্তক** খুবসম্ভব সেসব ঘটনার কথা বলে যা যোসেফের মৃত্যুর পর কিন্তু মোশীর জন্মের পূর্বে ঘটেছিল, যখন "ঈশ্বরের দাস **ইয়োবের** মত ভয়শীল ও কুক্রিয়াত্যাগী লোক" পৃথিবীতে কেউ ছিল না। উষ এবং তিমন নামের দেশ দুটি সম্ভবত এষৌর বংশধরদের দেশ ইদোমের কাছাকাছি ছিল। ১. যিহোবা শয়তানকে অনুমতি দেন যাতে সে সকল মানুষের এবং দুতগণের সামনে ইয়োবরে সাধুতার পরীক্ষা নিতে পারে। ২. ইয়োবের যাতনা ভোগের সময় তার বন্ধুরা এবং স্ত্রী তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে ভালো লোকেরা সব সময় ঈশ্বরের আশীর্বাদ পায়, অতএব ইয়োব অবশ্যই কোন না কোন ভুল কাজ করার জন্য দোষী এবং অভিশপ্ত এবং তার তিনি বার বার নিজেকে নির্দোষ বলায় তারা মন্তব্য করেন যে তিনি ঈশ্বরকে ন্যায়বিচারক বলতে অস্বীকার করছেন। ৩-৩৭. যাহোক যিহোবা এটা **দেখিয়ে হস্তক্ষেপ করেন যে আমরা যা কিছু ব্যাপক ভাবে জানি কেবলমাত্র তার উপর ভিত্তি করে আমরা জীবনকে উপলব্ধি করতে পারি না** এবং তিনি ইয়োবের পক্ষে কথা বলেন এবং ইয়োবকে আশীর্বাদ করেন এবং তার সাথে যারা তর্ক করছিল তাদের যুক্তির অগভীরতা প্রকাশ পায়। ৩৮-৪১. ইয়োবের ঘটনা **যাতনাভোগের সেই রহস্য প্রদর্শণ করে** যা যিহোবা অনেক বড় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন। এবং ইয়োবের বন্ধুরা অন্যায় ভাবে ইয়োবকে যে দোষারোপের শিকারে পরিণত করেন তা বাইবেলের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ৪২.

২. যাত্রা

প্রায় ১৪৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ
ইস্রায়েলীয়রা ৪৩০ বছর মিসরে বাস করে (যাত্রা ১২)

২০. **কয়েকশ বছর পর,** জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইস্রায়েলীয়দের পুত্র সন্তানদের হত্যা করার সময়, লেবি বংশের **মোশি** বেঁচে যান। মোশি ফরৌণ রাজার রাজপ্রাসাদে বড় হতে হন কিন্তু একজন মিসরীয়কে হত্যা করেন কারণ সে একজন ইব্রীয়কে আঘাত করছিল। মোশী ৪০ বছর বয়সে পালিয়ে যান। মোশি মিদিয়নের পুরোহিত যিথ্রোর মেয়েকে বিয়ে করেন এবং একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন। মোশি সেখানে ৮০ বছর পর্যন্ত সেখানে বাস করেন। সিনয় পর্বতের (হোরেব) একটি জ্বলন্ত ঝোপে **যিহোবা নিজেকে "আমি যে আছি সেই আছি" নামে** মোশীর কাছে প্রকাশিত হন। এবং মিসরীয়দেও বন্দিত্ব থেকে ইস্রায়েলীয়দের মুক্ত করার জন্য মোশী এবং তার ভাই **হারোণকে** মিসরে পাঠান। **যিহোবা দশ আঘাতের পর লুটদ্রব্য সহ ইস্রায়েলীয়দের মিসর থেকে মুক্ত করেন এবং মিসরীয় বাহিনীকে ডুবিয়ে মারেন। যিহোবা নিস্তার পর্ব স্থাপন করেন এবং ইস্রায়েলীয়দের প্রথমজাত সন্তানকে তাঁর কাজে উৎসর্গ করার নিয়ম করেন।**

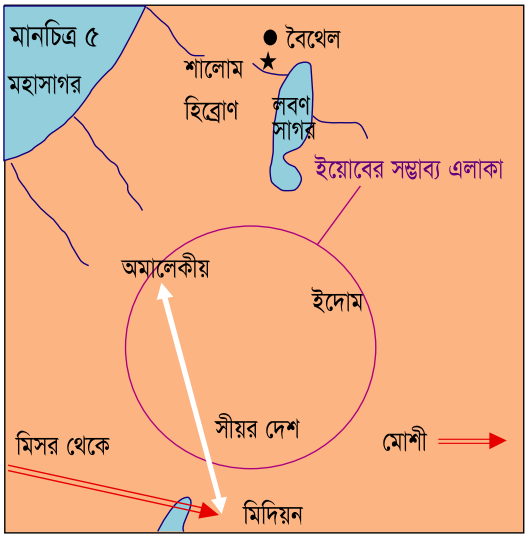

মিসরের উপর দশ আঘাত (যাত্রা ৭-১১)

১. জল রক্ত	৬. স্ফোটক
২. ভেক	৭. শিলাবৃষ্টি
৩. পিশু	৮. পঙ্গপাল
৪. দংশক	৯. অন্ধকার
৫. মহামারী	১০. প্রথম সন্তান বধ

প্রথম সন্তান উৎসর্গ করা (যাত্রা ১৩ ও ৩৪, গননা ৩
প্রত্যেক প্রথম পুরুষ সন্তান ঈশ্বরের এবং তাকে উৎসর্গ করতে হবে। প্রথমজাত পশু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলি দিতে হবে। ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের প্রথমজাত হিসেবে লেবীয়দের পৃথক করেন।

২১. মোশি প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে ইস্রায়েলীয়দের পরিচালনা করেন যেখানে যিহোবা খাদ্য হিসাবে তাদেরকে মান্না এবং পাথর থেকে জল দেন। অমালেক ইস্রায়েলীদের আক্রমণ করেন কিন্তু **হোশেয়** প্রতিরোধ ব্যবস্থা পরিচালনা করেন এবং মোশির হাত দুই উত্তোলনের মাধ্যমে যিহোবা ইস্রায়েলীয়দের বিজয়ী করেন। ***যিহোবা বলেন, তিনি অমালেককে পৃথিবী থেকে উচ্ছিন্ন করবেন।*** মোশির শ্বশুর যিথ্রো ইস্রায়েলীয়দের বিচার ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য সাহায্য করেন এবং পরে মিদিয়নে ফিরে যান। সিনয় পর্বতে (হোরেব) ***যিহোবা ইস্রায়েলকে একটি পুরোহিতদের রাজ্যে পরিণত করার প্রতিজ্ঞা করনে, যদি তারা ঈশ্বরের বাধ্য থাকেন*** (যাত্রা ১৬-১৩; ১ শমূয়েল ১৫; গীত ৯০; ইব্রীয় ১৩)।

নিস্তার পর্ব উৎসব (যাত্রা ১২-১৩)
মিসরের উপর মোশীর দশম আঘাতের রাতে ইস্রায়েলীদের বলা হয়েছিল যেন তারা একটি করে ভেড়া বলি দেয় এবং সেটির ঝলসানো মাংস তেতো শাক ও তাড়ীশূন্য রুটি দিয়ে খায়। এবং সেটির রক্ত তাদের ঘরের দরজায় লাগায় যেন মিসরীয়দের প্রথমজাত সন্তানদের বধ করার সময় ঈশ্বর তাদের সন্তানদের রক্ষা করেন। ***এই ঘটনা যীশুর মৃত্যু ও আত্মত্যাগের প্রতিচ্ছবি এবং প্রভুর ভোজের প্রতীক।*** সম্ভবত বাবিলনীয় ও পারসীয় বন্দীদের সময় থেকে নিস্তারপর্ব উৎসবে দ্রাক্ষারসের ব্যবহার শুরু হয়।